সমকাল

তারিখ 20 JAN 2016
পৃষ্ঠা 6 কলাম 4

চলছে প্রস্তুতি

গ্রন্থমেলার স্থান বরাদ্দে লটারি

■ সমকাল প্রতিবেদক

আর মাত্র ১১ দিন। এর পরই দ্বার উন্মোচন হবে অমর একুশে গ্রন্থমেলার। এরই মধ্যে মেলার দুই প্রাঙ্গণ বাংলা একাডেমি ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। প্রায় পাঁচ লাখ বর্গফুট এলাকা নিয়ে বিশাল পরিসরে এবার অনুষ্ঠিত হবে গ্রন্থমেলা। সেই সঙ্গে এবারের মেলা হবে অনেক বেশি খোলামেলা পরিবেশে। এরই মধ্যে মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রকাশনা সংস্থা, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যম সংস্থাকে স্টল বরাদ্দ সম্পন্ন করেছে মেলার আয়োজক প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমি। গুচ্ছ পদ্ধতিতে স্টলের স্থান নির্ধারণের লটারি অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল মঙ্গলবার। আজ বুধবার তাদের স্থান বুঝিয়ে দেওয়া হবে। মেলার মূল আকর্ষণ সৃজনশীল প্রকাশনা সংস্থাগুলো থাকবে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের স্টল থাকবে একাডেমি প্রাঙ্গণে।

গত ১২ জানুয়ারি প্রকাশনা সংস্থাগুলোর স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়। এবার ১৩টি প্রকাশনা সংস্থাকে প্যাভিলিয়ন বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এগুলো হলো– ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল), মাওলা ব্রাদার্স, আগামী প্রকাশনী, অনুপম প্রকাশনী, সাহিত্য প্রকাশ, অবসর, পাঠক সমাবেশ, অন্যপ্রকাশ, অনন্যা, সময় প্রকাশন, কাকলী প্রকাশনী, অন্বেষা প্রকাশন ও পাঞ্জেরি

■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৮

গ্রন্থমেলার স্থান

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

পাবলিকেশনস লিমিটেড। ১৮টি প্রকাশনা সংস্থাকে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে চার ইউনিট করে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে– ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, নবযুগ, শোভা প্রকাশনী, বিশ্বসাহিত্য ভবন, প্রথমা, অনিন্দ্য প্রকাশ, পার্ল পাবলিকেশন, তাম্রলিপি, কথা প্রকাশ ইত্যাদি। ১৪৯টি প্রকাশনা সংস্থাকে এক ইউনিট, ১০৮টি প্রকাশনা সংস্থাকে দুই ইউনিট এবং ৩৩টি প্রকাশনা সংস্থাকে তিন ইউনিট করে স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি ২০টি সরকারি প্রতিষ্ঠান, ২১টি বেসরকারি সংস্থা এবং ২৪টি গণমাধ্যম সংস্থাকে স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

মেলার সার্বিক প্রস্তুতি বিষয়ে মেলা পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব ড. জালাল আহমেদ সমকালকে বলেন, এবার আমরা নান্দনিক ও রুচিসম্পন্ন একটি মেলার আয়োজন করতে চাই। সে লক্ষ্যেই আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। আজ স্টলের স্থান নির্ধারণের লটারির ফল প্রকাশ করা হবে। কাল বৃহস্পতিবার থেকে ২৫ জানুয়ারির মধ্যে স্টলসজ্জার কাজ শেষ করতে হবে।

বাকি দিনগুলো বাংলা একাডেমি মেলার সাজসজ্জার কাজ করবে। ফলে এবার মেলা হবে আগের চেয়ে অনেক বেশি গোছানো। তিনি আরও বলেন, এবার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মুক্ত মঞ্চটিও মেলার অংশ হবে। এখানে বাংলা একাডেমির সহযোগিতায় সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট ও বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের আয়োজনে মাসব্যাপী পথনাটক প্রদর্শনী হবে। আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে একাডেমি প্রাঙ্গণের মেলা মঞ্চে, যা প্রজেক্টরের মাধ্যমে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানেও প্রদর্শিত হবে।

এবার স্টলসজ্জাতেও পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে বাংলা একাডেমি। দু'পাশেই উন্মুক্ত থাকবে এবারের স্টলগুলো। ফলে গতবারের এক ইউনিটের জায়গায় এবার এক ইউনিটের স্টল প্রায় দ্বিগুণ আকারে স্থান পাবে। এবার বাংলা একাডেমি প্রাথমিকভাবে প্রকাশনা সংস্থাগুলোকে চৌচালা ঘরের মতো করে স্টল বানিয়ে দেবে। এর ফলে বৃষ্টি হলে পানি স্টলের ভেতরে প্রবেশ করবে না। সেই সঙ্গে প্রতিটি স্টলে বাধ্যতামূলকভাবে অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র রাখতে হবে।